গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের অংশগ্রহণে ২য় ত্রৈমাসিক (২০২০-২১) মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া মহাপরিচালক
সভার তারিখ	২০/১২/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
সভার সময়	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
স্থান	জাতীয় আরকাইভস ভবনের কনফারেন্স কক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ‘ক’ সংযুক্ত করা হলো।

আলোচনা :

শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা গত ২০/১২/২০২০ তারিখে সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় জাতীয় আরকাইভস ভবনের কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া। সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি সকলকে করোনাভাইরাস জনিত মহামারীর কারণে অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা এবং গবেষক/পাঠক সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান। তিনি বলেন যে, সারাবিশ্বের কোভিড পরিস্থিতির যে অবস্থা আমরা আশাবাদী আগামী জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আমাদের দেশে টিকা আসবে যা আমাদের জন্য ভালো খবর। বর্তমানে কোভিড-১৯ ভাইরাসজনিত মহামারীর কারণে সীমিত পরিসরে আয়োজন করতে হয়েছে।

তিনি বলেন যে, শুদ্ধাচার দুইটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। শুদ্ধ এবং আচার। শুদ্ধ যে আচার, আচরণ, ব্যবহার তাই শুদ্ধাচার। আমাদের প্রতিটি কর্মকান্ডে শুদ্ধাচারের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, যিনি সার্ভিস দেন এবং যিনি সার্ভিস নেন উভয়ের ক্ষেত্রে এই শুদ্ধ আচারটা প্রয়োজন। এভাবে প্রতিটি স্তরে আমাদেরকে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শুদ্ধাচারের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। তিনি আরও বলেন যে, লাইব্রেরি ও আরকাইভস সামগ্রী একটি সম্পদ (রিসোর্স)। এটাকে যথাযথভাবে সংরক্ষণপূর্বক সেবা প্রদান করতে হবে।

অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, কোভিড পরিস্থিতির কারণে লাইব্রেরির পাঠক সেবা বন্ধ রয়েছে। আমরা আশাবাদী খুব দ্রুত এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তিনি গবেষক ও পাঠকদের কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান। তিনি গবেষক ও পাঠকদের গবেষণা কক্ষে/পাঠকক্ষে অবস্থানকালীন সময়ে মাস্ক পরিধান করারও অনুরোধ জানান।

অতঃপর সভায় অংশীজনের মধ্য থেকে নিম্নলিখিত গবেষক ও পাঠক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ১) জনাব রাকিবুল হাসান; ২) জনাব তরুণ দাস; ৩) জনাব নাফসিয়া মুনমুন; ৪) জনাব ওসমান গণি শাওন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব রাকিবুল হাসান বলেন যে, কোভিডের কারণে আমরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। বাসায় পড়াশুনার সুযোগ কম। তিনি পাঠকক্ষ খুলে দেওয়ার জোরালো আহবান জানান। তিনি আরও বলেন আমরা যারা পাঠক রয়েছি তাদের পক্ষ থেকে আমি নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আমরা স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলবো। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবো এবং মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য সুরক্ষামূলক কার্যক্রম পালন করবো। অংশীজন জনাব তরুণ দাস বলেন যে, জনগণের উন্নয়নের জন্য শুদ্ধাচার এবং উত্তম চর্চার প্রয়োজন। বর্তমানে যদি আরকাইভস ও লাইব্রেরির বই, নথিপত্র ইত্যাদি ডিজিটাইজ থাকতো তাহলে আমরা বাসায় বসে এই সেবা নিতে পারতাম। সেটি যেহেতু সম্ভব হচ্ছে না তাই লাইব্রেরির পাঠকক্ষ খোলার অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি আরও বলেন যে, এখানে একটি ক্যান্টিন খুবই প্রয়োজন। সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের আচরণগত দিক উন্নয়ন করা প্রয়োজন। পাঠকক্ষে মাঝে মাঝে টাইলসের শব্দ হয় যা বন্ধ করা দরকার। এছাড়া তিনি রেফারেন্স বই বৃদ্ধির বিষয়ে অনুরোধ করেন। তিনি পরিচালকের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, “পরিচালক স্যার আমাদের মাঝে মাঝে খোজ-খবর নেন যা আমাদের জন্য ইতিবাচক। অংশীজন হিসেবে আমি বলবো- এ ধরনের ব্যবহার আমাদের সঙ্গে অফিসের আন্তরিকতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।” তিনি এজন্য পরিচালককে ধন্যবাদ জানান।

অংশীজন হিসেবে নাফসিয়া মুনমুন বলেন যে, বাসায় পড়াশুনা করার চাইতে এখানে এসে পড়াশুনা বা গবেষণায় আমাদের মনোযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের আচরণগত দিক উন্নত হচ্ছে। তিনি পাঠকক্ষ খুলে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। অংশীজন জনাব ওসমান গণি শাওন বলেন যে, করোনাকালীন সময়ে জ্ঞান চর্চা ছাড়া দেশের সবকিছু চালু রয়েছে। তিনি তার বক্তব্যে কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সমস্যাগুলো হলো- গ্রন্থাগারের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা যায় না, রেফারেন্স বইয়ের ঘাটতি রয়েছে, ক্যান্টিন নেই ইত্যাদি। এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জনাব সুজায়েত উল্যা, পরিচালকের টেককেয়ারের বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন কিভাবে ডিকশোনারী পড়তে হয় তা আমরা তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। তিনি আরও বলেন এই প্রতিষ্ঠান হলো আমাদের জন্য একটি মিলনমেলা। আমরা অনেকেই এখানে পাঠ ও গবেষণা করে থাকি। এখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারছি যা আমাদের ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

সিদ্ধান্ত :

১. বর্তমানে পাঠকক্ষ বন্ধ থাকবে। তবে পাঠকক্ষ খুলে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনাধীন। কোভিড পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
২. রেফারেন্স বই বৃদ্ধি করা হবে।
৩. লাইব্রেরি ভবনে কফি কর্ণার স্থাপন বিষয়ে চিফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৪. ওয়েবসাইটে প্রবেশের বিষয়ে প্রোগ্রামার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৫. স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। সবাইকে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

সভায় আর কোনও আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া

মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩২.০০২.১৮.৬১

তারিখ: ৮ পৌষ ১৪২৭
২৩ ডিসেম্বর ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) পরিচালক (আরকাইভস), পরিচালক (আরকাইভস) এর দপ্তর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
২) সভাপতি, এপিএ কমিটি এবং প্রোগ্রামার, আইটি শাখা, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (প্রয়োজনীয় কার্যার্থে)।
৩) উপপরিচালক (আরকাইভস) (চলতি দায়িত্ব), উপপরিচালক (আরকাইভস) এর দপ্তর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৪) চিফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), চিফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক এর দপ্তর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৫) সকল কর্মকর্তা, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬) মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৭) সংশ্লিষ্ট নথি।

মোঃ আলী আকবর
সহকারী পরিচালক